দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৪।১১।৪৬ ...
... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

জনমত

অন্তত পরীক্ষায় বসতে দিন

বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে প্রতি বছর যে সংখ্যক সীট আছে তার তুলনায় এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় অনেক বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সে জন্য দেখা যায় প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজগুলোতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড ভীড়। একটি সীটের জন্য প্রায় ২৫ থেকে ৮০ জনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এ বছর বাংলাদেশের ৪টি বোর্ডে মোট ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগে এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে ফাঁসাদে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজগুলোতে ভর্তির আগে একটি পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার জন্যেও আগের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারিত আছে। ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ পিতামাতার কষ্টার্জিত টাকা খরচ করে দরখাস্ত করে। যেমন এই বরং (১৯৮৩) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ন্যূনতম যোগ্যতা বেঁধে দেয়া হয়েছিল পদার্থ, গণিত ও রসায়ন-এ ৫৫% নম্বর, যারা ৪১৪ (৬৯%) নম্বর পর্যন্ত পেয়েছে তারাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছে। ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিজেকে যাচাই করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু অপর দিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য শাখায় যারা দরখাস্ত করেছে তারা সকলেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবছর ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বেঁধে দেয়া হয়েছে যারা এসএসসি ও এইচএসসি-তে মোট ১০০০ নাম্বার পেয়েছে। গত বছরও কর্তৃপক্ষ এ নাম্বার প্রাপ্তদের ডেকেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষি প্রকৌশল অনুষদে যারা ১২৭০-এর উপরে এবং কৃষি অনুষদে ১১৮০ এর উপরে পেয়েছে তারাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছে এবং বিপুল সংখ্যক পত্রের আবেদন করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। ন্যূনতম যোগ্যতা নিশ্চয়ই এই কারণে দেয়া হয় যারা সেই যোগ্যতার অধিকারী তারা সবাই ঐ বিষয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির যোগ্য। কিন্তু সীটের সংখ্যা কম বলে তারা ভর্তি হতে পারে না। কথা হলো পরীক্ষা দিতে না দেয়ার যৌক্তিকতা কি?

ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারী সকলেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে, কর্তৃপক্ষের এরকম নিয়মই করা উচিত। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ সকল আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে সুযোগ দেয়া হোক। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কে যোগ্য তা তার পরীক্ষার মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে। আপনারা দয়া করে সে সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

মুজিব ফরহাদ, ইকবাল, সান্টু, ঢাকা।

041